আত্মহত্যা করেছেন বলিউডের সুশান্ত সিং রাজপুত

গোটা বিশ্ব যখন করোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায়, হঠাৎই বলিউডের উপরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আত্মহত্যা করলেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ সুশান্ত সিং রাজপুত। রবিবার মুম্বাইয়ের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় তার ঝুলন্ত দেহ। বাড়িতে থাকা কাগজপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন তিনি।

উল্কার মতো উত্থান সুশান্ত সিংহের। ছোট পর্দা থেকে লম্বা লাফ বড় পর্দায়। বলিউডে তার প্রথম ছবিই সাড়া ফেলে দিয়েছিল- কাই পো চে। তার মুক্তি পাওয়া শেষ ছবি ছিছোড়ে। বই পড়তে অসম্ভব ভালবাসতেন সুশান্ত। ঝরঝরে তরুণ। উন্মাদনায় যেন সর্বক্ষণ টগবগ করছেন। ছোট পর্দায় যখন কাজ করতেন তখনই স্নেহের পাত্র ছিলেন সেটের সকলের। বলিউডেও বিগ বি থেকে শুরু করে প্রযোজক পরিচালকদের খুবই কাছের ছিলেন সুশান্ত। তার এমন মর্মান্তিক পরিণতি যেন আন্দোলিত করে দিয়েছে বলিউড তথা তামাম সিনেমাপ্রেমীদের।

এক সময়ে ছোট পর্দায় সেনসেশন ছিলেন সুশান্ত সিংহ। অত্যন্ত জনপ্রিয় টেলি সিরিয়াল ‘পবিত্র রিস্তায়’ তিনি ছিলেন মুখ্য চরিত্র। সৌমকান্তি সেই তরুণের আবেদন ছুঁয়ে গিয়েছিল বহু দর্শকের হৃদয়। বলতে গেলে সেই অভিনয় ও সারল্যে মুগ্ধ হয়েই কাই পো চে-র জন্য তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন পরিচালক অভিষেক কাপুর। পরবর্তী কালে মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করেছেন তিনি। এই ছবি করে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন এই অভিনেতা।
সুশান্তের বয়স মাত্র ৩৪ বছর। ১৯৮৬ সালে বিহারের পাটনায় জন্ম তার। পরে পড়াশুনা শেষ করে মুম্বাই চলে এসেছিলেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও বরাবরই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল তার। ২০০৮ সালে হিন্দি সিরিয়াল দিয়েই তার হাতে খড়ি। স্টার প্লাসে ‘কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল’ সিরিয়াল দিয়ে তার অভিনয় জীবন শুরু। তার অভিনীত সেরা ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’, ‘ডিটেক্টিভ ব্যোমকেশ বক্সী’ ও ‘পিকে’।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সেলিব্রিটি ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের আত্মহত্যায় ভেঙে পড়েন সুশান্ত সিং রাজপুত। তিনি তার সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে নিজেই এ নিয়ে পোস্ট করে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সূত্র : এনডিটিভি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া।

মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক চেক বিতরণ

মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে দুস্থদের মাঝে অর্থ সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার দুপুর ১টায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। প্রতিমন্ত্রীর মেহেরপুরস্থ বাসভবন থেকে এ চেক বিতরণ করা হয়।

এ সময় তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক চিকিৎসা তহবিল থেকে প্রতি নিয়ত অসহায় মানুষের মাঝে সাহায্য করে যাচ্ছে। তারই পরিপেক্ষিতে আজ মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫০ জনের মধ্যে প্রত্যেককে ১ হাজার করে ৫০,০০০ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন সারা বিশ্বের নেয় বাংলাদেশও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অযথা বাইরে ঘুরাঘুরি করা যাবে না। যদি প্রয়োজন হয় তবে মুখ মাস্ক পরিধান করে বাইরে যেতে হবে এবং কাজ শেষ করে খুব দ্রুত ঘরে চলে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের হাতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে চেক তুলে দেন বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুব, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল হাসান (রকি), মেহেরপুর সকারি কলেজ শাখা এবং ছাত্রলীগ নেতা শামীম, ইব্রাহিম প্রমুখ।

করোনায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩১৪১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ১৭১ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ১৪১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৮৭ হাজার ৫২০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯০৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৮ হাজার ৭৩০ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৬৯০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৫০৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ১৪১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৮৭ হাজার ৫২০ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৭১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯০৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৮ হাজার ৭৩০ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ২ জন ও ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ১১ জন, সিলেটে ২ জন, বরিশালে একজন, রংপুরে

একজন ও ময়মনসিংহে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২০ ও বাসায় ১১ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনী পোস্ট অফিস পাড়ার ডাঃ সাজ্জাদ করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু

১৪ দিন আইসিইউতে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মৃত্যু মৃত্যুকে মেনে নিতেই হল বিআরবি হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার সাজ্জাদকে।

করোনাভাইরাসে এবার বিআরবি হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের প্রধান এবং এনেস্থিসিয়োলজির সাবেক সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাজ্জাদ হোসাইনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী পোস্ট অফিস পাড়ার মৃত হাবিবুর রহমান হবি র ছেলে।

শনিবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৪ দিন যাবত ঢামেকের করোনা ইউনিটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মেহেরপুরে যৌতুকের দাবিতে গৃবধুকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরে যৌতুকের দাবিতে ফাতিমা খাতুন(২৭) নামের এক গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
রবিবার সকাল ৭টার দিকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার তার মৃত্যু হয়। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ গত ১২ তারিখ দিবাগত রাত ৩টার দিকে ফাতিমা খাতুনকে জোরপূর্বক বিষ পান করায় তার স্বামী বকুল হোসেন ও দেবর পল্টু।

নিহত ফাতিমা খাতুন সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের আসাদুল ইসলামের মেয়ে। তার ৮ বছরের এক কন্যা সন্তান রয়েছে। নিহতরে লাশ মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

নিহতের খালাতো ভাই কামাল হোসেন জানান, প্রায় দশ বছর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের রাইন হোসেন এর ছেলে বকুল হোসেন এর সাথে ফাতিমা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে বিভিন্ন ভাবে চাপ প্রয়োগ করতো ফাতিমার স্বামী বকুল ও তার পরিবারের লোকজন। এর মধ্যে কয়েক দফা বেশ কিছু টাকা বকুলকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি আবারও টাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করে বকুল। টাকা দিতে না পারায় গত ১২ জুন ফাতিমাকে বকুল ও তার ভাই পল্টু জোর করে বিষ পান করিয়ে দেয়। পরে তারায় হাসপাতালে নিয়ে এসে আমাদের খবর দেয়। আমরা হাসপাতালে আসার পর তারা পালিয়ে যায়। ফাতিমা যখন বেঁচেছিল তার সাথে আমার কথা হয়েছে। সে বলেছে আমাকে জোর করে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন আত্মগোপনে রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এর আগেও বেশ কয়েকবার ফাতিমার শুশুরবাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য চাপ দিয়েছে। এ জন্য ফাতিমা তার বাপের বাড়ি সুবিদপুর চলে আসে। কিন্তু পরে তার শুশুর বাড়ির লোকজন ফুঁসলিয়ে আবার নিয়ে যায়।
নিহতের চাচাতো ভাই রানা বলেন, আমার বোনকে যৌতুকের দাবিতে

বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতো। তার গায়ে একটি পোড়ার দাগও আছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা মোখলেসুর রহমান জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফাতিমা খাতুন মারা গেছেন। যখন তাকে ভর্তি করা হয় তখন বিষপান করে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন বলে পরিবার থেকে বলা হয়েছিল।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, আমরা লাশটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে আসল ঘটনা জানা যাবে। তবে আমাদের প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে ঘটনাটি আত্মহত্যা।

আপডেটঃ মেহেরপুরের একই পরিবারের যে ৪ জন নিহত

রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামের ৪ জন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা নিহত হলেন, শংকর বিশ্বাসের ছোট ভাই বিপুল বিশ্বাসের এর স্ত্রী সূব্রতা (৩০), ছেলে নিশান (৬), শাশুড়ি ডেজিনা (৫০), এবং শ্যালক শ্যামল (২৬)।

এ দুর্ঘটনায় বিপুল ও চালক বল্লবপুর গ্রামের সুকুমার এর ছেলে রাজন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত বিপুল বিশ্বাস এর ভাই ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, আজ সকাল ৭ টার দিকে একটি প্রাইভেট কার যোগে ঢাকার উদ্দেশ্য যাচ্ছিল সবাই। এ সময় সকাল ১০টার দিকে গোয়ালন্দ- ঢাকা সড়কে পিছন থেকে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৪ জন মারা যায়।

নিহতদের লাশ আনতে পরিবার থেকে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্য রওনা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলীত প্রাইভেট কার ও নিহতদের গোয়ালন্দ পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

আলমডাঙ্গার চাঞ্চল্যকর রোড ডাকাতি মামলার রহস্য উন্মোচিত

আলমডাঙ্গার যে অতি চাঞ্চল্যকর রোড ডাকাতির ঘটনায় থানার সৎ ওসি হিসেবে পরিচিতি পাওয়া আশিকুর রহমান প্রত্যাহার হন, সেই ডাকাতির রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। দূর্বোধ্য এই রহস্যের জাল ভেদ করেন থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান। মামলার দূর্ধষ দুই ডাকাতকে জেলহাজতেও পাঠানো হয়েছে। গতকাল আসামি রতন ডাকাতির চাঞ্চল্যকর বর্ননা দিয়ে আাদলতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।
গত ৩ মার্চ রাত ৯টার দিকে আলমডাঙ্গার কৃষ্ণপুর থেকে গোয়ালবাড়ি যাবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় ডাকাতরা গরু ব্যবসায়ীদের ওপর চড়াও হয়। ডাকাতরা ব্যবসায়ীদের মারধর করে ২ লক্ষাধিক টাকা লুট করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা সেদিন চুয়াডাঙ্গার ডুগডুগি বাজার থেকে গরু কেনাবেচা করে নতিডাঙ্গায় বাড়ি ফিরছিলেন। এরপর এক সপ্তাহ পার হলেও ডাকাতির ঘটনায় কোন আসামি আটক না হওয়ায় এলাকার গরু ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এর পরপরই অত্যন্ত সৎ ওসি হিসেবে আলমডাঙ্গায় সর্বমহলে পরিচিতি পাওয়া আশিকুর রহমানকে তিন মাসের মাথায় প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।
এরপর চাঞ্চল্যকর এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান থানায় যোগ দিয়েই ডাকাতির ঘটনার জট খুলতে মাঠে নামেন। তিনি মাঠে নেমে হন্যে হয়ে ডাকাতির ক্লু খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে জানতে পারেন, অন্য একটি মামলায় হাজতে থাকা মুন্সীগঞ্জের রতনের হাত রয়েছে ওই ডাকাতির ঘটনায়। এরপরই তিনি আদালতে রোড ডাকাতির মামলায় রতনকে শৌন এরেস্ট দেখানোর আবেদন করেন। আদালত আবেদন মঞ্জুরও করেন।
রতনকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। আর এতেই আলমডাঙ্গা অঞ্চলে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর রোড ডাকাতির রহস্য উন্মোচিত হয়। রতন পুলিশের সামনে এনে দেয় রোড ডাকাতির মাস্টারমাইন্ড মুন্সীগঞ্জের যদুকে। সামনে আনে মানুষের জন্য অত্যন্ত হিংস্র ও নির্মম স্বভাবের মুন্সীগঞ্জের আরেক ডাকাত রুহুলের নাম। পুলিশ মাস্টারমাইন্ড যদুকে আটক করতে না

পারলেও হিংস্র রুহুলকে আটক করেন। তাকেও নেওয়া হয় রিমান্ডে।
জানা গেছে, রোড ডাকাতির মাস্টারমাইন্ড যদু এলাকার বেকার যুবকদের টার্গেট করে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করতো। সে একটি ভয়ংকর দলও খাড়া করে তোলে। কয়েকটি ঘটনায় তার নামে মামলা হলে সে আড়ালে থেকে কাজ করতে থাকে।
কয়েকজনের ডাকাত দলের ডাকাতি কাজ সহজ করে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে থাকে রুহুল। বিশাল দেহের অধিকারি রুহুল অতিমাত্রায় হিংস্র স্বভাবের। সে প্রথমে রামদা দিয়ে রোডের শিকারীদের ওপর পাগলের মত কুপিয়ে আতংক ধরিয়ে দিত। এরপর তার সাথের অন্যান্য ডাকাতরা সহজেই রক্তাক্ত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা লুট করে নিত।
রোড ডাকাতির মাস্টারমাইন্ড যদু বিভিন্ন ডাকাতির ঘটনায় রুহুলের সাহস দেখে পুরুস্কার হিসেবে তাকে তার সহকারি করে নেয়। এরপর আরো হিংস্র হয়ে ওঠে ২৩ বছরের রুহুল। এরপরই কৃষ্ণপুর-গোয়ালবাড়ি সড়কে গরু ব্যবসায়ীদের রক্তাক্ত জখম করে দুই লক্ষাধিক টাকা লুট করে নেয়।
থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানানÑ “চাঞ্চল্যকর রোড ডাকাতির রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। এই মামলায় রুহুল ও রতন নামের দুই ডাকাতকে আদালতের মাধ্যমে হাজতে পাঠানো হয়েছে।”

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা রোগীদের খাবার ও উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তিরত করোনা রোগীদের মধ্যে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য, ফলমুল ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ রোগীর চাহিদা মাফিক সামগ্রী প্রদান করেছে মউক।
গতকাল শনিবার বেলা দেড় টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর অনুসন্ধান টিমের সমন্বয়ক ও নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম এর নেতৃত্বে মউকের ৭ সদস্যর করোনা প্রতিরোধে ক্যাম্পেইন ও অনুসন্ধানী টিম এসকল সামগ্রী প্রদান করেন।
রোগীর জীবন মান ও চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খোঁজ খবরসহ

করোনা রোগীর মানসিক অবস্থার উন্নয়নে এবং রোগী আতংক গ্রস্থ না হয়ে, আরো সাহসী হয়ে নিজেকে সুস্থ্যতা বোধ করতে পারে এবং নিজেদের মনোবল বৃদ্ধি করে সুস্থ্য হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে সেই লক্ষে তাদের মধ্যে সচেতনতা করা হয়।
মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম বলেন, যেহেতু এসকল রোগীদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালিন সময়ে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব কেউই সাক্ষাত করতে পারেনা। পরিবার ও পরিজনের কেউ কোন খোঁজ খবর নিতে পারেনা তাই তাদের মনোবলবৃদ্ধি করতে এধরনের উদ্দোগ নেওয়া হয়েছে।
এ সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক রফিকুল ইসলাম, হাসপাতালের আরএমও ডা, মোখলেসুর রহমানসহ ও করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত স্টাফবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যাবস্থপনা নিয়ে মানবাধিকারকর্মি আশাদুজ্জামান সেলিমের নেতৃত্বে অনুসন্ধানটিম সন্তোষ প্রকাশ করেন।
উল্লেখ্য, নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্থানীয় মানবাধিাকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)দুই মাস ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসুচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসুচীর মধ্যে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জীবানুনাশক স্প্রে করা, জনগনের মাঝে হ্যান্ড-স্যাানিটাইজার, মাস্ক, খাদ্যা সামগ্রী ও ঔষধপত্র বিতরণ উল্লেখ্য যোগ্য।

কালীগঞ্জে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা: প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

ছাগল বিক্রির পাওনা ৩০০ টাকা দ্বন্দ্বের জের ধরে কৃষক আমিরুল ইসলাম বিশ্বাস কে কুপিয়ে হত্যার প্রধান আসামি শাহিন মণ্ডল ওরফে জাম্বু (৩৬) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গত শুক্রবার রাতে নিহতের স্ত্রী রমেচা বেগম বাদি হয়ে শাহিনকে আসামি করে কালীগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করে। ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই রাতেই উপজেলার খেদাপাড়া গ্রামের একটি নির্মাণাধীন স্কুলের মধ্যে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। এ সময়

হত্যাকাজে ব্যবহৃত একটি হাসুয়া দা (হেসো) উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত শাহিন মণ্ডল দৌলতপুর গ্রামের মৃত শামসুল মণ্ডলের ছেলে।
কালীগঞ্জ থানার অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, কয়েকদিন আগে দৌলতপুর গ্রামের শামসুল ইসলামের ছেলে শাহিনের নিকট থেকে একটি ছাগল ক্রয় করে নিহত আমিরুল ইসলামের ফুপাতো বোনের জামাই বিশারত আলী। এ নিয়ে দুই দিন আগে ক্রেতা বিশারত ও বিক্রেতা শাহিন হোসেনের মাঝে বাকবিতণ্ডা হয়। বিষয়টি ঐদিন আমিরুল ইসলাম মিটিয়ে দেয়।
গত শুক্রবার সকালে শালিসি নিয়ে আমিরুল ইসলামের সাথে শাহিনের কথা কাটাকাটি হয়। এর জের ধরে রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমিরুলকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায় শাহিন।তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমিরুলকে মৃত ঘোষণা করে। নিহত আমিরুল ইসলাম (৪৫) দৌলতপুর গ্রামের মৃত জবেদ আলী বিশ্বাসের ছেলে।
ঘটনার পর থেকে পুলিশ হত্যার সাথে জড়িত শাহিনকে গ্রেপ্তারের জন্য জরালো অভিযান শুরু করে। হত্যাকাণ্ডের ১২ ঘন্টা পর শুক্রবার রাতে খেদাপাড়া থেকে শাহিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হাসুয়া দা (হেসো) উদ্ধার করা হয়। তাকে জেল-হাজতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান ওসি।

কোটচাঁদপুরে ধর্ষণের অভিযোগে ইউপি সদস্য আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এক মহিলা ইউপি সদস্যকে ধর্ষণের অভিযোগে মোঃ সামাইল হক (৫০) নামে এক ইউপি সদস্যকে আটক করেছে থানা পুলিশ। ধর্ষণের অভিযোগ এনে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা ইউপি সদস্য মোছাঃ মর্জিনা খাতুন বাদী হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। ওই দিন রাতেই আসামী সামাউল হককে আটক করা হয়। আটককৃত সামাউল হক উপজেলার বকশিপুর গ্রামের মোঃ ছানার উদ্দীনের ছেলে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানাযায়, উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামের মৃত ফকির

চাঁদ গাজীর মেয়ে ৪নং বলুহর ইউনিয়নের ৪নং সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য মোছাঃ মর্জিনা খাতুন (৪৫) এর সাথে পার্শ্ববর্তী কুশনা ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মোঃ সামাউল হকের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
সম্পর্কের এক পর্যায়ে গত ১৪-০২-২০১৮ তারিখ বিকালে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি কক্ষে মৌলবি কাজী মোঃ ছব্দুল, সাক্ষী মোঃ ইয়ারুল ইসলাম ও মোঃ জামাল উদ্দীনের উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে ৪ লক্ষ টাকা কাবিনে বিবাহ সম্পন্ন করেন।
বিবাহের পর থেকে ইউপি সদস্য মোছাঃ মর্জিনা খাতুন, ইউপি সদস্য সামাউল হরেক স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দেন। কিন্তু সামাউল বিভিন্ন বাহানা করে এড়িয়ে যায়। পরবর্তিতে সামাউল হক মর্জিনাকে কোটচাঁদপুর সনি আবাসিক হোটেল ও চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার হরিন নগর গ্রামের এক পরিচিত’র বাড়িতে নিয়ে দৈহিক মেলামেশা করতে থাকে।
বাদী মর্জিনা খাতুন এজাহারে উল্লেখ করেন, আমি একজন ইউপি সদস্য হওয়ায় আসামী সামাউল হক বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা নেয়। এবং আমার সরলতার সুযোগে মিথ্যা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সাথে দৈহিক মেলামেশা করতে থাকে। গত ১৪ মে সকালে কুশনা ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে সামাউলকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে বলি। কিন্তু সে আমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে না বলে জানায়। বিষয়টি নিয়ে উভয় ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের সাথে নিয়ে মিমাংসা করার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি।
এব্যাপারে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন জানানÑ “দীর্ঘদিন যাবত তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বিবাহের কোন কাগজ পত্র দেখাতে না পারলেও আটকের পর থানায় তাদের বিবাহের কথা স্বীকার করেছেন।”
কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বৃহস্পতিবার (১১জুন) ইউপি সদস্য মর্জিনা খাতুন থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংসোধনী/০৩ এর ৯(১) ধারায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-২ । পরে তাকে আটকের পর জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।